সংস্কৃত দিবস

নাম: শর্মিলা দাস   বিভাগ: সংস্কৃত

প্রতি বছর রাখী বন্ধনের দিনটিকে আমরা সংস্কৃত ভাষা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করতে পারি। এ কি শুধুই সংস্কৃত ভাষা দিবস, তা নয়। আমরা মনে করি এটি সংস্কৃতি দিবসও বটে। বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দু ধর্ম, সিন্ধু নদের তীরে যে আর্যজাতি বসবাস করতো, তাদেরই হিন্দু বলা হত, এবং তাদের ভাষা ছিল প্রধানতঃ সংস্কৃত।

একটি সুপ্রাচীন জনজাতির সংস্কৃতিও জড়িত থাকে ভাষার সঙ্গে। আমাদের দেশের মুনি ঋষি, যাঁদের ধ্যানে ~~দেব~~ বেদ উপনিষদের মন্ত্র উপলব্ধ হয়েছে, সেগুলি স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী, সেগুলি সবই সংস্কৃতে। সুতরাং বলা যায় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সংযত ও পরিশীলিত জীবন চর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত এই সংস্কৃত ভাষা। 'সংস্কৃত' শব্দের আরেক অর্থ পরিমার্জিত বলা যেতে পারে তাহলে পরিমার্জিত জীবনের ভাষা 'সংস্কৃত' ভাষা।

অভিন্ন আর্য জাতির বংশধর হিসাবে আমাদের মাতৃভাষা তো 'সংস্কৃত' ই, Regional Language তো পরে এসেছে। তবে এখন এই Net, Jet, Rocket Computer সভ্যতায় কি আর শতাব্দী প্রাচীন ভাষা চলে? এমনই মতের স্বপক্ষে সকলে রায় দিতে ইচ্ছুক।

এখন চাই সাংকেতিক শব্দ এবং অবশ্যই তা হতে হবে বিদেশী ভাষা যা একালের প্রগতির ভাষা। কিন্তু এই প্রগতি' কি সত্যই সুসভ্য জনজাতি বিশেষত ছাত্রসমাজ গঠন করেছে? বাস্তব জগৎ এর কাছে কিন্তু এর কোন সদুত্তর নেই।

আমরা চোখের সামনে যে Angry Young Generation কে দেখছি তারা ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত, হতাশাগ্রস্ত, career সর্বস্ব এক মানুষ। যারা অল্প বয়সেই বিভিন্ন নিষিদ্ধ নেশায়, সে মোবাইল, হোয়াটস্‌অ্যাপ ফেসবুক এর মত সোশ্যাল মিডিয়া বা T.V.তে আক্রান্ত, ভোগসর্বস্ব, শুভ পরিণামহীন জীবনের মোহগ্রস্থ। তাদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে তাদের আচরণ সমস্তই অস্বাস্থ্যকর ও দুর্বোধ্য। আধুনিক কবির ভাষায় 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার! আমাদেরও বলতে ইচ্ছা হয় এ কোন প্রগতি, অধোগতির নামান্তর!

তবে এখন এই প্রগতির সঙ্গে জুড়ে গেছে অলিখিত স্বাধীনতা। যা খুশি করার স্বাধীনতা। যাতে আরও কঠিনতর হচ্ছে জীবন যাপন অর্থনৈতিক প্রগতি, ব্যবহারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়।

প্রথম প্রয়োজন হল 'মানুষ' হয়ে ওঠা। যাতে তার নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সত্যের পথে, ত্যাগের পথে এগিয়ে যাওয়াই হবে

আমাদের লক্ষ্য, যা আমাদেরকে যথার্থ স্বাধীনতার আনন্দ দেবে। স্বামীজী আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছেন- We are Slave to our Sense organ, আমরা ইন্দ্রিয়ভোগের দাসত্ব করি, স্বাধীন কোথায়? ভারতীয় সংস্কৃতি এই ত্যাগের সংস্কৃতি, সংযম সাধনের সংস্কৃতি, শ্রদ্ধা, বিবেক জাগরণের সংস্কৃতি এবং অবশ্যই তা আমাদের Heritage ভাষা সংস্কৃতের অনুগামী।

তাই আজ আমাদের সকলের এই প্রাচীন মহান উদার সংস্কৃতির জাগরণে 'সংস্কৃত' ভাষার চর্চায় এবং তার প্রচারে ও প্রসারের লক্ষ্যে এগিয়ে আসা উচিত।